দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 29 JUL 2009
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১

শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে

শিক্ষক সংকট জনবল কাঠামো ও নানান সমস্যায় জর্জরিত শিক্ষাঙ্গন -শিক্ষক সমিতি

স্টাফ রিপোর্টার : হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদ, জনবল কাঠামোর প্রতিবন্ধকতা, শ্রেণী শাখা খোলা জটিল পদ্ধতির বেড়াজালে আটকা থাকায় শিক্ষক সংকট এবং বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যার কারণে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির (বাশার-মতিয়ার) এক সভায় নেতৃবৃন্দ একথা বলেন। সংগঠনের সভাপতি মোঃ আবুল বাশার হাওলাদারের সভাপতিত্বে স্থানীয় একটি হোটেলে আয়োজিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় বক্তব্য রাখেন মহাসচিব মোঃ মতিয়ার রহমান, প্রেসিডিয়াম সদস্য এম.এম গাউসুল হক, মোঃ মহিউদ্দিন, যুগ্ম মহাসচিব আবদুর রশিদ, যুগ্ম মহাসচিব জসিম উদ্দিন সিকদার, মহানগরীর সভাপতি মোঃ নুরুল আমিন, সাধারণ সম্পাদক আবদুস সালাম খানসহ মোঃ রেজাউল করিম, কে এম মোরশেদ, আবুল কালাম আজাদ, ফারুক খান, মহিলা সচিব কানিজ ফাতেমা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। নেতৃবৃন্দ শিক্ষাঙ্গনকে সক্রিয় করে তোলার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতি দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানান। তারা বলেন, উচ্চতর স্কেল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন নিয়ম-কানুন'র তোয়াক্কা না করে শিক্ষা অধিদপ্তর হাজার হাজার শিক্ষককে তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করেও কোন সুফল পাওয়া যায়নি। তাই শিক্ষক হয়রানি বন্ধের জন্য শিক্ষামন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়। সভায় উত্থাপিত দাবী সমূহ হচ্ছে, নতুন বেতন স্কেলে ৫০% বাড়ী ভাড়া প্রদান। পূর্ণাঙ্গ উৎসব ভাতা, ইনক্রিমেন্ট, মেডিকেল ও তিনটি টাইম স্কেল প্রদান। শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র উচ্চতর বেতন কাঠামো প্রদান। ১৯৯৫ সালের শিক্ষা বিরোধী জনবল কাঠামো বাতিল করা। পৃথক মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা। মাধ্যমিক পর্যায়ে একমুখী শিক্ষা চালু। শিক্ষা কমিশনে মাধ্যমিক শিক্ষক প্রতিনিধি কো-অপ্ট করা। ম্যানেজিং কমিটিতে শিক্ষাবিদ ও গুণীজনদের অন্তর্ভুক্তি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ না করা। প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগে তৃতীয় প্রাপ্ত শিক্ষকের পদোন্নতির বাধা দূরীকরণ। একাধিক তৃতীয় বিভাগ প্রাপ্ত শিক্ষকদের পদোন্নতির বাধা দূরীকরণ। বিএড স্কেল ও উচ্চতর স্কেল প্রাপ্তির সকল বাধা দূরীকরণ এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সকল বৈষম্য দূর করা।